সংবাদ

তারিখ ... ১১।৬।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

040

প্রাথমিক শিক্ষা ॥ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ হচ্ছে না

॥ প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ॥

চলতি অর্থ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত উন্নয়নমূলক প্রকল্প সমূহের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে না বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা গেছে।

১৯৮২-৮৩ অর্থ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় ও বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্যপ্রাপ্ত কর্মসূচীর অধীনে ২৯ কোটি ৫১ লাখ ৫৯ হাজার টাকা ব্যয় সাপেক্ষ বিভিন্ন

(শেষ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায়---

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

---নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে না পারায় দুটি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (পিটিআই) নির্মাণ এবং ৪৭টির উন্নয়নে ২ কোটি ৫৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে বলে নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানা গেছে।

১৯৭৬-৭৭ সালে শুরু করে ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা ছিল। প্রথমে এজন্য ১১ কোটি

(শেষ পৃ: ৮-এর ক: দ্র:)

প্রাথমিক শিক্ষা

(১ম পাতার পর)

ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেলেও অধিকাংশ কর্মসূচীই নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

জাতীয় কর্মসূচীর অধীনে প্রাথমিক পর্যায়ে ৭ কোটি ৫৮ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ ১ হাজার ৬শ' ২৪টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪ কোটি ৯৯ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ ১ হাজার ৯২টি নতুন শ্রেণী কক্ষ নির্মাণের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ের কাজের অগ্রগতি মাত্র ৫০ শতাংশ। অপরদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য এখনও কার্যাদেশ দেয়াই সম্ভব হয়নি।

২৭ লাখ টাকা ব্যয়ে টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ ও জামালপুরে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের তিনটি অফিস নির্মাণের কর্মসূচীও হাতে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি মাত্র ৩০ শতাংশ। ২ হাজার ৫শ ৮০টি শ্রেণী কক্ষের মেরামতের জন্য ৫ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৭০ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে বলে জানা যায়। মাত্র ৩৫ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে ৪শ' ৭১টি স্যানিটারী পায়খানা তৈরীর ক্ষেত্রে। এই খাতে ব্যয় ধার্য আছে ৫৭ লাখ ১৫ হাজার টাকা। দু'পর্যায়ে ২ হাজার ৪শ' ৯৫টি টিউবওয়েল বসানোর কর্মসূচীও গৃহীত হয়। প্রথম পর্যায়ে ১ হাজার ৪শ' ৯৫টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে এক হাজারটি টিউবওয়েল বসানোর জন্য শ্রমিকদের মজুরি বাবদ যথাক্রমে ১৪ লাখ ৯৫ হাজার ও ১০ লাখ টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়। প্রথম পর্যায়ের কাজের প্রায় ৯০ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে এবং বাকীগুলোর জন্য সবেমাত্র দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

চলতি অর্থ বছরে ইস্পাতের তৈরী মোট চার হাজার আলমারী সরবরাহের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এজন্য ব্যয় ধরা হয় এক কোটি টাকা। ইতিমধ্যে দু'হাজার আলমারী সরবরাহের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এর ভেতর থেকে এ পর্যন্ত এক হাজার আলমারীর সরবরাহ পাওয়া গেছে।

কাঠের তৈরী হাই ও লো বেঞ্চ সরবরাহ কর্মসূচীর অধীনে প্রথম পর্যায়ে ২৭ হাজার ৬শ' ১৬ জোড়া এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৭ হাজার ৩শ' ৩৬ জোড়া বেঞ্চের জন্য যথাক্রমে ১ কোটি ৩ লাখ ২৬ হাজার টাকা এবং ১ কোটি ২ লাখ ২৪ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হয়। প্রথম পর্যায়ে ৬০ শতাংশ বেঞ্চ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাদেশ এখনও দেয়া হয়নি।

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থ সাহায্যে ১১ কোটি ৬৩ লাখ ১৫ হাজার ৩শ' টাকা ব্যয়ে ৭শ' ৮৫টি বিদ্যালয় ও ৪শ' ১১টি স্যানিটারী পায়খানা এবং ৫৫ লাখ ৯৭ হাজার ১শ' ৩২ টাকা ব্যয়ে আরও ৫শ' ৪৩টি স্যানিটারী পায়খানা নির্মাণের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। প্রথমোক্ত কাজের জন্য মালপত্র সরবরাহ ও নগদ অর্থে ৬ কোটি ২০ লাখ টাকা এবং শেষোক্ত কাজের জন্য নগদ অর্থে ৫২ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া গত অর্থবছরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্যও ইতিমধ্যে ১ কোটি ২৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

১৯৮১-৮২ সালের অবস্থা

গত অর্থবছরে ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১১ কোটি ৫৭ লাখ ৪৩ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। এই অর্থ ব্যয়ে আসবাবপত্র, যানবাহন, ষ্টেশনারী সামগ্রী ও শিক্ষা বিষয়ক যন্ত্রপাতি ক্রয়, স্কুল ড্রেস ও পুস্তক বিতরণ, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী প্রকৌশলী ও ইনষ্ট্রাকটর ও প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে লোক নিয়োগ, গণপূর্ত কাজ, বিদ্যালয় মেরামত, বিদ্যালয়ে নতুন কামরা, পি,টি, আই ছাত্রী নিবাস ও পায়খানা নির্মাণ এবং নলকূপ বসানোর কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। কিন্তু প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত লোক নিয়োগ না করা এবং প্রকৌশলী পদে লোক নিয়োগ করতে দেরী হওয়ায় এষ্টিমেট প্রণয়ন, দরপত্র আহ্বান, কার্যাদেশ প্রদানসহ প্রায় প্রতিটি কাজেই বিলম্ব ঘটে। আবার দরপত্রের ওপর সিদ্ধান্ত নিতেও দেরী হয়। কার্যাদেশ দেয়ার আগে বিশ্ব ব্যাংকের অনুমোদন পেতে ও একাউণ্ট খুলতেও অনেক সময় লেগে যায়। নতুন পদ সৃষ্টি ও সংস্থাপন বিভাগের অনুমোদনের অভাবে সকল পদ পুরণ করা সম্ভব না হওয়ায় বেতন, ভাতা ও প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। বিদেশ থেকে কোন দ্রব্যাদি আমদানী করতে না দেয়ায় বৈদেশিক মুদ্রায় ২ কোটি ২১ লাখ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। এসব কারণে গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ছিল খুবই মন্থর। গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ১ কোটি ১৮ লাখ ৮৯ হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৪ কোটি ৮২ লাখ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

বর্তমান বছরের কাজের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্বীকার করেন যে, চলতি অর্থবছরেও গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা সম্ভব হবে না। তিনি উল্লেখ করেন যে, গত বছরের অসমাপ্ত কাজ এ বছরের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপরন্তু এবছরের জন্য একটি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচীও হাতে নেয়া হয়। বেশী কাজ হাতে নেয়া হয়েছে, কাজেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলেও বেশী কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান।

কতিপয় অভিযোগ

রংপুর কোতোয়ালী থানার অধীনে ৬টি বিদ্যালয়ে ২৩টি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণের জন্য গত ১৪ই মার্চ দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র নং ইউপিই/১০/৮২-৮৩। এই কাজের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয় ১০ লাখ ৫৭ হাজার ৬শ' ২০ টাকা। গত ৭ই এপ্রিল দরপত্র গ্রহণ করা হয়। মোট চারটি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। এর ভেতর থেকে একটি দরপত্র বাতিল হয়ে যায়। বাকী তিনটি প্রতিষ্ঠানই আনুমানিক ব্যয়ের ৫ শতাংশ কম দরে টেণ্ডার দাখিল করে। এ ধরনের ক্ষেত্রে ঠিকাদার নিয়োগের ব্যাপারে আইনতঃ লটারির ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু তা না করে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামাফিক ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ৫ মাস।

দিনাজপুর কোতোয়ালী থানার অধীন ৬টি বিদ্যালয়ের ১২টি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণের জন্য একই দিনে দরপত্র আহ্বান করা হয়। এই কাজের জন্য আনুমানিক ব্যয় ধার্য করা হয় ৯ লাখ ৩৪ হাজার ৬শ' ৮০ টাকা। কেউ আনুমানিক ব্যয়ে ৫ শতাংশ কমে, আবার কেউ তারও কমে দরপত্র দাখিল করেন। কেউ ৫ শতাংশের কমে দরপত্র দাখিল করলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আনুমানিক ব্যয়ের ১০ শতাংশ অর্থ আর্নেষ্টমানি হিসাবে জমা দিতে হয়। যদি কেউ এই শর্ত পুরণ করেন তাহলে নিয়ম অনুযায়ী তারই কাজ পাবার কথা। কিন্তু অজ্ঞাতকারণে এ ক্ষেত্রেও সে নিয়ম মেনে চলা হয়নি। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময়সীমাও ৫ মাস। আরো অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের অনিয়ম করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কাছে এ ধরনের অনিয়মের অভিযোগ পেশ করা হয়েছে যার অনুলিপি শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছেও দাখিল করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে মন্ত্রণালয়ের একটি সুত্রে জানা গেছে।

কাজ শেষ না হওয়ায়---

(১ম পাতার পর)

৪৮ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে ১৪ কোটি ২ লাখ টাকা ব্যয় হয়ে যাবে বলে মনে করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া এবং জয়পুরহাটে নতুন ইন্সটিটিউট দুটি নির্মিত হচ্ছে। দু'বছর আগে থেকে এর নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে। গত অর্থবছরের মধ্যেই কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই দু'টি কেন্দ্রের নির্মাণ বাবদ প্রথমে ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা ব্যয় হয়ে যেতে পারে।